পত্রিকার নামঃ সংবাদ
তারিখঃ ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

১ জন নিহতঃ প্রকৌশলী ও রসায়নবিদসহ ১৯ জন আহত

ঘোড়াশাল সার কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল বুধবার বিকেল ২টা ৫ মিনেটে ঘোড়াশাল সার কারখানার এমোনিয়া কণ্ট্রোল রুমে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের ফলে ঘটনাস্থলেই কর্তব্যরত দিন-মজুর আবদুল করিম মারা যান এবং আরো ১৯ জন রসায়নবিদ-প্রকৌশলী ও অপারেটর মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ১৪ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং ৪জনকে হলিফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অপর একজন আহত এস, এস, ডব্লিউ আবদুল সাদেক (২২) ফ্যাক্টরীতেই রয়েছেন।

প্রকাশ, ফ্যাক্টরীতে কর্তব্যরত অন্যান্য কর্মচারী ঢাকাতে এস, ও, এস প্রেরণ করলে প্রায় ৩-১৫ মিনিটে প্রথম হেলিকপ্টারটি আহতদের নিয়ে আসার জন্য ঘোড়াশাল পৌঁছে। তারপর হেলিকপ্টারযোগে আহতদের ঢাকা নিয়ে আসা হয়।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে আগত ঘোড়াশাল সার কারখানায় অন্যান্য কর্মচারীর পক্ষ হতে জানানো হয়েছে যে, বিস্ফোরণের ফলে ভেঙ্গে যাওয়া ছাদের নীচে আরো লোকজন আছে বলে তাঁরা আশঙ্কা করছে। কারণ ঐ শিফটে কর্তব্যরত অন্য কয়েকজন কর্মচারীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

এদিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের অভাব রয়েছে বলে কর্মচারীরা অভিযোগ করেছেন। প্রয়োজনীয় অন্যান্য ওষুধের মধ্যে মরফিন, পারফিন এবং ড্যাক্সটোরস হাসপাতালে পাওয়া না যাওয়ার ফলে বাইরে থেকে ক্রয় করে আনতে হচ্ছে।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

বিস্ফোরণের ফলে সার কারখানার ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে ঢাকা

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ঘোড়াশাল সার কারখানা

(শেষ পাতার পর

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অন্যান্য কর্মচারীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই বিস্ফোরণে সার কারখানার প্রাণকেন্দ্র এমোনিয়াম কণ্ট্রোল রুম সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে ইহা চালু না করা পর্যন্ত কারখানাতে উৎপাদন সম্ভব হবে না। কর্মচারীদের মতে এমোনিয়াম কণ্ট্রোল রুম চালু করতে কমপক্ষে ১২ থেকে ১৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে। তাতে এক বছরের সময়ের প্রয়োজন হবে। উল্লেখযোগ্য, ঘোড়াশাল সার কারখানা গত দুই মাসাধিককাল যাবৎ মেরামত প্রভৃতির দরুন এমনিতেই বন্ধ রয়েছে।

বাংলাদেশ সার, রসায়ন ও ভেষজ সংস্থার চেয়ারম্যান সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আহতদের দেখতে গিয়েছিলেন।

মর্মান্তিক ঘটনায় বিপর্যস্ত চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই তিনি ঘটনার কারণ, বিস্ফোরণের ধরন ও কারখানার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্যে তদন্ত চালানোর উদ্যোগ নিয়েছেন।

চেয়ারম্যান আরো জানিয়েছেন, এ মাসেই বা অক্টোবরের দিকে কারখানাটির উৎপাদন শুরু করার কথা ছিল।

কারখানাটির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সব মিলিয়ে কয়েক কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা।

আহতদের নামের তালিকাঃ ফ্যাক্টরী ম্যানেজার জনাব আব্দুল মোমিন, রসায়ন প্রকৌশলী জনাব নুরুল ইসলাম, রসায়নবিদ জনাব মোকতার হোসেন, সহকারী রসায়ন প্রকৌশলী জনাব ফেরদৌসুল হক, সহ-রসায়নবিদ জনাব আবদুর রহমান, সহকারী রসায়ন প্রকৌশলী জনাব আবুল হাসেম, সহকারী রসায়নবিদ জনাব আবদুর রব, সহকারী রসায়নবিদ জনাব আবদুর রব, সহকারী রসায়নবিদ জনাব করিম, সিনিয়র অপারেটর জনাব শাহেদুর রহমান, জুনিয়র অপারেটর জনাব ওয়ালিউল, সিনিয়র অপারেটর জনাব তৈয়েবুর রহমান, জনাব ওহিদুর রহমান, জনাব গোলাম সারওয়ার চৌধুরী, জনাব সাদেক মিয়া, জনাব গনি ও অন্যান্যের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

ঘটনার বিবরণ

সার কারখানার এমোনিয়াম কণ্ট্রোল রুমে বিস্ফোরণ হওয়ার প্রকৃত কারণ এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু আহত আলিউল্লাহ হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে পাবার পর ঘোড়াশাল সার কারখানার উপ-সহকারী রসায়নবিদ হারুনর রশীদের কাছে বলেছেন, তিনি ২টার সময় কাজে যোগদানের জন্য ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করেন। এমোনিয়াম কণ্ট্রোল রুমে প্রবেশ করার পরই তিনি একটি গন্ধ পান এবং মনে করেন, ইহা এন, জি ক্যাণ্ডেনসাট-এর গন্ধ। তখন তিনি পকেট থেকে সিগারেট বের করে অগ্নিসংযোগের প্রস্তুতি নিলে এমন সময় একটি বিকট শব্দ শুনতে পান। মুহূর্তের মধ্যেই চতুর্দিক ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায়। এ সময়ে শিফ্‌ট-এ কর্তব্যরত অন্যান্য কর্মচারীও ছিলেন। তখন তিনি বের হওয়ার জন্য পা বাড়ানোর চেষ্টা করেন। এরপরে তিনি কিছুই বলতে পারেন না— জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফিরে পেয়েই দেখেন আহত অবস্থায় হলিফ্যামিলি হাসপাতালে তিনি আছেন।

এদিকে বিস্ফোরণটি নাশকতামূলক কার্যকলাপের একটি অংশ বলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আগত শ্রমিকদের কেউ কেউ আমার কাছে আশংকা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠানের পরই বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব হবে বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

পত্রিকার নামঃ আজাদ
তারিখঃ ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

ঘোড়াশাল সারকারখানায় বিস্ফোরণঃ ম্যানেজারসহ ১৯ জন হতাহত

গতকাল বিকেলে ঢাকা থেকে ৮ মাইল দূরে ঘোড়াশালে ইউরিয়া সার কারখানায় এক বিস্ফোরণের ফলে ১ জন নিহত ও ১৮ জন আহত হয়। বিস্ফোরণে এ্যামোনিয়া কণ্ট্রোলরুম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আহতদের মধ্যে ফ্যাক্টরী ম্যানেজার ও বেশ কয়েকজন কেমিষ্ট ও ইঞ্জিনীয়ার রয়েছেন।

নিহত ব্যক্তিকে ফ্যাকটরীর শ্রমিক আবদুল করিম বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে অধিকাংশ আহত ব্যক্তিকেই অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। ইহাদের অধিকাংশেরই শরীর পুড়ে কালো হয়ে গেছে ফলে তাদের সনাক্ত করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

আহতদের মধ্যে ফ্যাক্টরী ম্যানেজার জনাব আবদুল মোমিনের অবস্থা সবচেয়ে গুরুতর বলে জানা গেছে। —এনা

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

Newspaper Name:Morning News
Date: 12 September 1974

Blast in Ghorasal factory: 2 killed

By A Staff Reporter

Two persons were killed and several others injured, 17 of them seriously, when an explosion took place in the amonia plant of the Ghorasal Urea Factory at 2-53 p.m. on Wednesday, according to official sources.

Eighteen injured persons including factory manager, engineers, chemists and workers were brought to Dacca by three helicopters which earlier flew to Ghorasal with doctors and officials. They were admitted immediately to the Dacca Medical College Hospital and the Holy Family Hospital. One of them Mr. Abdul Ghani, a daily-basis worker, later succumbed to injury at the Holy Family Hospital. Another victim, Mr. Abdul Karim, a worker, was killed on the spot. His body was brought to Dacca for post mortem.

The condition of the Factory Manager, Mr. Abdul Momen, was stated to be critical.

The entire roof of the plant fell off and the wall collapsed in the explosion that rocked and destroyed the control room of the factory.

On hearing the blast, the local people rushed to the spot, rescued the injured and recovered the body of Mr. Abdul Karim from debris.

According to official sources, the factory was under overhauling since July last and was to resume production from Wednesday. The plant had been working

Contd. On Page 8 Col. 4

(Contd. From Page 1)

perfectly before the explosion took place.

The cause of the explosion could not be ascertained till the time of writing this report on Wednesday midnight.

The Chairman of the Fertilizer Chemical and Pharmaceutical Corporation, Brigadier Majedul Huq, visited the spot on the day and initiated inquiry into the matter to ascertain the cause of explosion and losses of the factory. A team of experts is expected to visit the sight today for an on-the-spot inspection.

The Ghorasal Fertilizer Factory, which came into commission in August 1972, was built at a cost of Taka 40 crore. The annual rated capacity production of the factory was 3,40,000 tons of urea which can meet the requirement of the country substantially.

The injured persons are as follows:

Holy Family Hospital: Messrs. Waliullah, Junior Operator, Subash Chandra Shaha, Sr. Technical Assistant and Harunur Rashid,

Industries Minister Syed Nazrul Islam has already ordered an enquiry into the incident, says a late night ENA report.

daily-basis worker.

Dacca Medical College: Messrs. Abdul Momen, Factory Manager; Nurul Islam, Chemical Engineer; Lutfur Rahman, Chemical Engineer; Gholam Sarwar Bhuiyan, Sub-Asstt. Chemist; Abul Hashem Asstt. Chemical Engineer; Abdul Rab, Asstt. Chemist; S. M. A. Karim, Asstt. Chemist; Firdousul Huq, Asstt. Chemical Engineer; A. Rahman, Asstt. Chemist; Saidur Rahman, Sr. Operator; Sadeque, daily-basis worker; Abdul Wahed Sarker, daily-basis worker; Taibur Rahman, Sr. Operator (Apprentice) and Mukhtar Hossain, Chemist.

BPI adds: Neither the cause nor the type of explosion could be ascertained from any quarter till late at night, but the possibility of a sabotage was indicated by several persons, who accompanied the injured from Ghorasal to Dacca.

According to them, there was no gaseous or any other explosive material in the building or the factory control room which controls production through electrically-operated remote control. They informed that the explosion that destroyed the one-storied control room building, the key room of the factory, was heard at about 2 p.m. on Wednesday.

A touchy scene was witnessed when the relatives, friends and admirers of the injured persons, who crowded the emergency room and the corridors of the Dacca Medical College Hospital, were weeping and frantically trying to know from the doctors and attendants about the condition of their loved ones.

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

পত্রিকার নামঃ আজাদ
তারিখঃ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

ঘোড়াশালে বিস্ফোরণ তদন্ত কমিটি গঠন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঘোড়াশাল সারকারখানায় বিস্ফোরণের তদন্ত করার জন্য সরকার তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। কমিটি বিস্ফোরণের ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং কারখানা মেরামত করে কি ভাবে সত্বর চালু করা যায় তা সুপারিশ করবেন।

কমিটির প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন সার, রসায়ন ও ভেষজ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান।

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

Newspaper Name:Morning News
Date: 13 September 1974

for Industries visited the victims of
y at Dacca Medical College Hospital

Blast victim's condition critical

The condition of Mr. Saidur Rahman, one of the 14 victims of Wednesday's blast at Ghorasal Fertilizer Factory, now under treatment at the Dacca Medical College Hospital, is critical, according to the Hospital sources, reports BSS.

The condition of three other injured persons now undergoing treatment at the Holy Family Hospital is reported to be improving.

Probe body set up

The Government has set up an enquiry committee to look into the explosion which occurred in Ghorasal fertilizer factory Wednesday, according to an official announcement, reports BSS.

The Committee will enquire into the causes of the explosion and will assess the extent of damage to the factory.

The Committee will also suggest measures how soon the damage can be repaired so that the production in the factory can be resumed immediately.

The Committee will be headed by the Chairman of the Fertiliser, Chemical and Pharmaceutical Corporation, Brigadier Majedul Huq. It will have two other members: the Joint Secretary of the Nationalised Industries Division and the Director (Chemicals) of the Corporation.

BPI adds, the committee has been asked to submit its investigation report within 15 days from Sept. 12 giving the causes and extent of damage caused by the explosion.

According to reports received from Ghorasal, strong security measures have been maintained by the police and factory authority at the place of incident.

The Deputy Commissioner, Dacca, Deputy Inspector General of Police, Dacca range and Superintendent of Police, Dacca, Thursday visited the spot of the explosion.

Repair may take a year: Ghorasal plant

From Our Special Correspondent

GHORASAL, Sept. 12: The cause of the explosion, which rocked and destroyed the amonia control room of the Ghorasal Fertilizer Factory killing two persons and injuring 17 others on Wednesday noon, could not be ascertained till Thursday.

A grim situation was prevailing the area following the explosion.

A group of newsmen, who had visited Ghorasal and made an attempt to obtain an on-the-spot report, could not gather any information due to uncompromising attitude of the mill management who did not allow them to visit the explosion site.

The whole amonia control plant was found crumbled on the ground and the debris were yet to be removed. A team of experts who were expected to visit the explosion site was not seen till 4 p.m. on Thursday.

When contacted, Mr. Sakanishi, Chief Engineer-cum-Project Manager of the Factory, who resides nearby, told newsmen: "We do not assume any reason behind the explosion." He said that there could not be any explosive gas in the control room and there were also no chances of accident due to short circuit because the plant works in low voltage. The plant was under overhauling, so the question of gas flowing through the pipe did not arise, he said, and added, "even smoking is allowed inside the control room."

Mr. Sakanishi told newsmen: "I have not heard about such an accident in the control room in any other fertilizer factory."

It may be mentioned that the plant, which came into commission in 1972, was built at a cost of Taka 40 crore. The major portion of the aid came from Japan. It had a rated capacity of producing 3,40,000 tons of urea annually which meet the country's requirement substantially.

Regarding the repairing of the plant, Mr. Sakanishi said: "It will take minimum seven months for manufacturing the machinery of the plant after the order is placed. Besides, he said, it will take some more months for shipment and installation of the same. He, however, said that the time could be minimised, if the matter was treated specially.

Following the explosion, an uncertainity was prevailing among the workers of the factory. The President of the Workers' Union of the Factory told the newsmen that they did not know what would happen to them.

Newsmen refused entry into blast site, manhandled

From Our Special Correspondent

GHORASAL Sept. 12: A group of newsmen from Dacca, who on Thursday morning visited Ghorasal to obtain an on-the-spot report on Wednesday's explosion in the amonia control room of of Ghorasal Urea Fertiliser Factory were refused entry into the factory premises by the management.

The General Manager of the factory declined to talk to newsmen even on telephone despite repeated request. During their three-hour stay at the factory gate, they were told by some workers of the factory that the management have not yet taken any step to remove the debris from the explosion site. The workers said they were apprehending that at least one body was still trapped under the debris. They said that one daily basis worker Mr. Abul Hossain who

(Contd. On Page 8 Col. 8)

NEWSMEN

(Contd. From Page 1)

was on duty at the time [of ex]plosion, was still missing.

None from the manag[ement] had either met or furnished information to the relative[s or] fellow workers of the [injured] persons who assembled [at the] gate to know the condition [of the] injured.

The elderly father of Mr. [Ab]dul Ghani, who succumbed [to] his injury at the Holy Fa[mily] Hospital on Wednesday, [is yet] to know the fate of his son [who] will never return to him. N[ews]man found him sitting at the [gate] and asking the gatemen abou[t his] son.

The management have ful[filled] their duties by advising the [an]xious relatives to go to Dacc[a if] they wanted to see the condi[tion] of the injured persons.

The injured persons are [now] being treated at the Dacca M[edi]cal College Hospital and Holy Family Hospital.

After their arrival at the [fac]tory gate at 11-30 a.m. news[men] tried to contact the Gen[eral] Manager over telephone fr[om] the gate to obtain [per]mission to visit the dest[ro]yed control room. The Pri[vate] Assistant to the General Mana[ger] who received the calls, infor[med] them that he General Manag[er] was "too busy" to talk to th[em]. The General Manager did [not] allow newsmen to meet him [...]

When the security men at [the] gate told newsman that only [the] General Manager had the aut[ho]rity to give the perm[is]sion for entrance th[ey] tried to contact him o[n] telephone But this time, too th[ey] were not given the line to [the] general manager and the Priva[te] Assistant repeated the earlier [re]ply.

After one and a half hours [the] Administrative Officer of the [fac]tory appeared on the scene. [He] asked newsmen to show if th[ey] had brought with them any pe[r]mission from the higher ups [to] enter the premises. In vain th[ey] informed him that before th[eir] departure from Dacca, they [had] talks with the Industries Minist[er] Secretary of the Fertilizer Ch[em]ical and Pharmaceutical Corpo[ra]tion and other high officials [of] the Corporation on Wednesd[ay] night regarding the visit to t[he] explosion site.

After waiting for nearly thr[ee] hours newsmen sought the pe[r]mission of the superintendent [of] Police (Industrial Zone) wh[o] was seen at the explosion sit[e] 200 yards off the gate whe[re] newsmen were waiting at th[at] time. The constable, who carr[i]ed newsmen's message to th[e] Superintendent of Police inform[ed] them on return that the S.P. told him that none would be al[lowed] to visit the explosion site.

When they wanted to see th[e] written order banning their en[try] to the site the constabl[e] went back to the S.P. After [a] few minutes he came back an[d] said that the S.P. had ordered him to drive out newsmen from the gate forcibly The constable also said that "the G.M. has sai[d] let the reporters write whatever they like".

Without giving any time to newsmen to leave the gate the police personnel had by that time begun to push them out.

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

Newspaper Name:Morning News
Date: 13 September 1974

an being prevented by a constable from entering Ghorasal Factory premises. —M. N.

Concern over blast

From A Correspondent

FENCHUGANG, Sept. 12: Mr. M A. Mutalib Secretary-General of Jatyo Sramik Federation in Fenchugang Mr. Eskander Ali President Sylhet Zonal Sramik Federation Mr. Abdur Rashid and Mr. Lutfur Rahman, President and General Secretary of, Fenchugang Fertilizer Factory Employees Union respectively in a joint Press statement expressed their grave concern over explosion in Gorashal fertilizer factory causing death and injuries to factory personnel and damage to the plant. They demanded proper enquiry into the incident.

Earlier the labour leaders expressed their condolence and heart-felt sympathy to the breav ed families. They also demanded the compensation.

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian